প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একশতম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পঁচাত্তরতম বছরে আসুন, যুদ্ধ, দাঙ্গা, জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

বন্ধুগণ ;

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অসংখ্য যুদ্ধের ঘটনা রয়েছে। কিন্তু বিগত একশ বছরে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধ পূর্বের সব যুদ্ধকে ব্যাপ্তি, জীবনহানি ও অস্ত্রসম্ভারের প্রয়োগ প্রভৃতি সব দিক থেকে ম্লান করে দিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৮শে জুলাই ১৯১৪ এবং শেষ হয়েছিল ১১ই নভেঃ ১৯১৮। এই চার বছর তিনমাস ১৫ দিনে নিহত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের এক কোটি সৈন্য ও ৭০ লক্ষ সাধারণ নাগরিক। এছাড়া দু'কোটি মানুষ আহত হয়েছিল এবং যুদ্ধজনিত রোগ ও দুর্ভিক্ষে কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর। শুরু হয়েছিল ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এবং শেষ হয়েছিল ১৪ই আগস্ট ১৯৪৫। প্রায় ছ' বছর ব্যাপী এই যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সৈন্য ও সাধারণ নাগরিক মিলিয়ে প্রায় আটকোটি মানুষ নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল যুদ্ধজনিত রোগ ও দুর্ভিক্ষে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১৯৪৫-এর ৬ই ও ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ধ্বংসলীলা, বিভীষিকা ও দীর্ঘকালীন প্রভাব প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পরমাণু বোমা অনন্য। কৌশলগত অস্ত্রের সূচনা এখান থেকে।

যুদ্ধ ক্রমবর্দ্ধমান। বিগত ১১৪ বছরের মধ্যে কুড়িটি বছর বাদ দিয়ে প্রতিবছরই পৃথিবীর এক বা একাধিক দেশে যুদ্ধ, জাতিদাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং হচ্ছে।

যুদ্ধের সাথে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধাস্ত্রের উৎপাদন, যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা এবং সামরিক ব্যয়ও ক্রমবর্দ্ধমান। বর্তমান ডলারের মূল্য মানে ১৯৮৯-এর তুলনায় ভারত, পাকিস্তান ও চীনের সামরিক ব্যয় বেড়েছে যথাক্রমে ৪.৪৭ গুণ, ২.৯৬ গুণ ও ১৬.১২ গুণ এবং ১৯৪৯ -এর তুলনায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় বেড়েছে যথাক্রমে ৪৭.৬ গুণ, ৬৩.১৫ গুণ ও ৪৭.৪ গুণ। ২০১২ তে শুধু ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ১০০টি অগ্রণী অস্ত্র কোম্পানী অস্ত্র বিক্রি করে ৮৮৫২৭ মিলিয়ন ডলার মুনাফা তৈরী করেছে।

বিগত ১০০ বছরে যুদ্ধাস্ত্র গবেষণার ব্যয়ও বেড়েছে বিপুল পরিমাণে। সবচেয়ে বেশী বেড়েছে পরমাণু অস্ত্র ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণায়। কিন্তু এই খরচ পরিষ্কারভাবে কোনও দেশই প্রকাশ করে না। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারজনিত (?) খরচের মধ্যে লুকানো থাকে পরমাণু অস্ত্র গবেষণার খরচ এবং মহাকাশ গবেষণার খরচের মধ্যে লুকানো থাকে ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার খরচ।

যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়, যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন, যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা ও অন্যান্য সামরিক ব্যয় সবই সাধারণ মানুষের শ্রমার্জিত অর্থে। বিনিময়ে সাধারণ মানুষের জোটে মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজনিত রোগ। তবুও যুদ্ধ টিকে থাকে কারণ যুদ্ধের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের শ্রমার্জিত অর্থ খুব সহজেই কর্পোরেট মালিক তথা শাসকশ্রেণী হস্তগত করতে পারে।

নিরীহ প্যালেস্টাইন বাসীদের উপর ইজরাইলের বর্বর আক্রমণকে আমরা ধিক্কার জানাই। অবিলম্বে ইজরাইলি আক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

- যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা নয়, চাই সকল মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল।
- যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা নয়, চাই সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্য।
- যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা নয়, চাই অচিরাচরিত শক্তির গবেষণায় আরও বিনিয়োগ।
- যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা নয়, চাই বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী পরিবেশ।
- যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণা নয়, চাই সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা।

বিজ্ঞান দরবার, ৩৬/৩/বি, গৌরবাবু রোড, কাঁচরাপাড়া –এর পক্ষে সম্পাদক শ্রী দীপক মজুমদার কর্তৃক প্রচারিত এবং জ্যোৎস্না আর্ট প্রেস, হালিসহর হইতে মুদ্রিত, মোবাইল -৯৮৮৩২৪৬৫৯৮।